দম্পতির পুনঃমিলনের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ রক্ষা

স্পট লাইট ১৩

সিরাজগঞ্জ জেলার **মেঘনা খাতুন** এবং **মোঃ সুজন ইসলাম বাবু** এর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে এবং পরবর্তীতে তা প্রেম-ভালোবাসায় পরিণত হয়। এক পর্যায়ে তারা ০৫-০৯-২০১৬ ইং তারিখে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং স্বামী স্ত্রী হিসেবে একই বাড়িতে ঘর সংসার করে।

স্বামী-স্ত্রী হিসেবে ঘর সংসার করা অবস্থায় সুজন ইসলাম বাবু মেঘনা এর কাছ থেকে ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ধার নেয়। মেঘনা সরল বিশ্বাস ও ভালবাসার কারণে তার কষ্টে উপার্জিত সঞ্চয় সুজনকে প্রদান করে।

এই ঘটনার পরপরই সুজন মেঘনার সাথে সকল ধরনের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে। মেঘনা তার সাথে দেখা করতে গেলে সুজনের মা,বাবা ও ছোট ভাই তার সাথে খারাপ আচরণ করে। মারমূখী হইয়া তাহারা মেঘনাকে বাড়ী হইতে তারাইয়া দেয়। মেঘনা স্বামীর সাথে যোগাযোগ করিয়া টাকার কথা বলিলে সে টাকা ফেরৎ দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং হত্যা করিয়া গুম করিয়া ফেলিবে বলিয়া হুমকি দেন এবং মামলা না করার জন্য বিভিন্ন রকমের চাপ সৃষ্টি করে। মেঘনা স্থানীয় মেম্বর ও চেয়ারম্যান এর সাথে

বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে সহযোগিতা পেতে ব্যার্থ হন। পরে থানার সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যমে থানায় জি.ডি করেন এবং সুজনের বাড়ীতে পুলিশ পাঠানো হয় কিন্তু সুজন সেখানে অনুপস্থিত থাকে।

বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে মেঘনা কোন আশা না পেয়ে এবং অত্যান্ত হতাশ অবস্থায় বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এর আইনী ইউনিট 'আইন- আলাপ' এর কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । ঘটনাটির সত্যতা যাচাই করার জন্য আইন আলাপের পক্ষে থেকে মেঘনার সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যমে মোঃ ওমর ফারুক রাব্বি, ওয়াচডগ মেম্বারকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

পরবর্তীতে ওমর ফারুক রাব্বি এর সরাসরি সহোযোগিতায় বিষয়টি নিয়ে এলাকার চেয়ারম্যান ও মেম্বর এবং এলাকার সুশীল সমাজের ব্যাক্তিবর্গদের সাথে আলোচনা করা হয়। হিজড়া গুরুদের নিয়ে মেঘনার বিষয়টি স্থানীয় বন্ধু-বান্ধব এবং উক্ত এলাকার চেয়ারম্যান জনাব জাহাঙ্গীর আলমের যৌথ উদ্যোগে ২৩-১১-২০১৬ ঘটনাটি সমাধান হয়। বর্তমানে মেঘনা তার স্বামীকে নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। এই সফলতা বন্ধু আইন আলাপ ইউনিটের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও ওয়াচডগ মেম্বার এর একনিষ্ঠ অঙ্গিকারের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত।

প্রকাশনায়: বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

Reunite the Couples and Save the Marriage

SPOT LIGHT 13

Meghna Khatun Hijra and **Md. Sujon Islam Babu** of Sirajgonj district developed a friendship which gradually turned into a committed relationship. After a certain period, they bond themselves through a formal matrimony on 5 September 2016.

They started living together in a same residence as couple. After that at a point of time Sujon convinced Meghna to give him a loan of 3, 50, 00/- (three lacs fifty thousand). Out of sheer trust and love, Magna gave the amount as loan to her husband from her hard earned savings without hesitation.

Soon after this incident, Sujon started to decline to live with Megna and consequently stopped all communication with her.

Meghna tried to meet with Sujon several times at his parental residence. But his parents and younger brother misbehaved with Meghna and forced her out from their residence. They even attempted physical assault.

After that Meghna could somehow manage to communicate with Sujon again over phone and demanded to return her money. But Sujon totally ignored it and said if Meghna ever try to complain about this to police or seek justice on this issue, he would kill her.

Meghna then sought justice from the local UP members and Chairman, but failed. With no other solution or options, Meghna went to the nearby police station and filed a complaint as General Dairy (GD).

After that the local law enforcement agency sent force to Sujon's residence. But he was not there and managed to avoid this encounter. In the mean time, getting no immediate result, Meghna got frustrated and requested support from Bandhu Ain Alap, a legal support unit of Bandhu Social Welfare Society for community members,

Bandhu Ain-Alap team communicated with Meghna and later on through the active support from Bandhu watchdog member, Md. Omor Faruque Rabbi, organized a Shalishi sitting involving local UP member, Chairman and social elite persons with an intension to solve the issue.

Finally with effective support from Hijra Guru and local UP Chairman Mr. Jahangir Alam, Bandhu Ain Alap unit solved the issue on 23rd November 2016. Now Meghna is living with her husband and happily passing her conjugal life. This is a remarkable example of success which is made possible through dedicated and sincere efforts of Bandhu's Ain-Alap unit and strong commitments of Watchdog member.

Published by: Bandhu Social Welfare Society

www.bandhu-bd.org